সিনেমা ও সাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ -২ সংখ্যা-৯

https://fsflmagazine.in/

কাহিনী -চিত্রনাট্য- সংলাপ ও পরিচালনায় -শ্রী দাস সহকারি পরিচালক প্রলয় সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণ - অমিত মুখার্জি
সম্পাদনা- বিশাল বিশ্বাস রূপসজ্জা ও কেশ বিন্যাস -সুমিত সুপু সংগীত - প্রতীক কর্মকার
-অভিনয়ে -
মানিক সিংহ, পিয়াংকা দে, প্রিয়াঙ্ক, নবাগতা মৌ ,রুপা নন্দী ,চন্দন দিন্দা, তুহিন পাত্র ,ঊষা ও মাধব

কাহিনী -চিত্রনাট্য- সংলাপ ও পরিচালনায় -শ্রী দাস সহকারি পরিচালক প্রলয় সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণ - অমিত মুখার্জি
সম্পাদনা- বিশাল বিশ্বাস রূপসজ্জা -তারা।
-অভিনয়ে -
মানিক সিংহ, রূপা নন্দী, রৌনক মজুমদার , সুজয় ,তুহিন, চন্দন দিন্দা, ঊষা মন্ডল এবং শুভজিৎ বোস।

কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় শ্রী দাস সহকারি পরিচালনায় প্রলয় সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণ - অমিত মুখার্জি সম্পাদনা - বিশাল বিশ্বাস
সংগীত - প্রতিক কর্মকার রূপসজ্জা - সুমিত সুপু
অভিনয়ে
মানিক সিংহ ,রুপা নন্দী, চন্দন দিন্দা ,সুজয় পান্ডে ,তুহিন পাত্র, ও অন্যান্য

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

- সম্পাদকীয়:- ৪
- একান্ত সাক্ষাৎকার:- ৫-৬
- অন্যদের কথা:- ৭-৯
- কবিতা :- ১০-১১
- ছোট গল্প:- ১২
- নিজেদের কথা :- ১৩-১৫
- মডেল ফটোশুট :- ১৬-১৮

সিনেমা ও সাহিত্য
cinemashahitto@gmail.com

সিনেমা ও সাহিত্য আয়োজিত ম্যাগাজিন
এখন আপনার ওয়েব ভার্সনে।
আমাদের ওয়েব ভার্সন নিয়ে ম্যাগাজিন
দেখতে ভিজিট করুন :-
www.fsflmagazine.in

সম্পাদকীয়

প্রথমেই বলে রাখি ১৪৩১ বাংলা নববর্ষের সকল পাঠককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন. সিনেমা ও সাহিত্য পত্রিকা ম্যাগাজিন মূলত ওম স্বস্তি ফিল্মস পত্রিকা বিভাগের এই প্রয়াস এখানে আমরা চলচ্চিত্র কবিতা আবৃত্তি ফটোশুট টুকিটাকি ছোট গল্প নিয়ে আমাদের পথ চলা এখানে আমরা বিশেষ করে নতুন মডেল দেরকে এবং সুপরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের ইন্টারভিউ সহ অন্যান্য বিষয় প্রকাশিত করতে চলেছি। এখন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মুঠোফোনে সকলে এই ম্যাগাজিন যাতে দেখতে পারে পড়তে পারে পাঠকদের আরো সুবিধা করে দেওয়ার জন্য । আমরা
ই-ম্যাগাজিনে পরিণত করেছি সিনেমা ও সাহিত্য আশা করি ভালো লাগবে। প্রথমে অন্যরকম লাগলেও আমরা অন্যরকম ভাবে করার চেষ্টা নবীনদের প্রতিভা তুলে ধরার আরো প্রয়াস করতে পেরেছি। আগামীতে আরো অনেক কিছু করার পরিকল্পনা আছে তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

ধন্যবাদ,

শ্রী দাস
সি ই ও
ও এস ফ গ্রুপ

একান্ত সাক্ষাৎকার

অভিজিৎ দাস

শিল্পী অভিজিৎ দাস এর জন্ম ১৯৮৯ সালে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লক ও থানার অন্তর্গত ব্রজলালচক গ্রামপঞ্চায়েত ৭ এর এলাকাধীন গড়গ্রাম গ্রামে। পিতা অরুন কুমার দাস পেশায় দলিল লেখক এবং মাতা অনুরাধা দাস। ২০০৯ সালে রবীনদ্রভারতি প্রদত্ত ডিপ্লমা।

২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চারুকলা আর্ট ডিপ্লমা, কলকাতা। ২০১৯ সালে গড়িয়াহাট রামকৃষ্ণ মিশন সারদাময়ী আর্ট ইনস্টিটিউট কলকাতা, থেকে আর্ট ডিপ্লমা । ছোটো থেকে আঁকা জোঁকা লেখালেখি, ভ্রমন অভিনয় মডেল শিল্পকলা'র নানান অনুভূতি কে বিকশিত করার তাড়নায় তুলি ধরলাম ঝরা বকুলের আঙিনায় - শখ ও জীবন - জীবিকার ভাবনায়। তুলির টানে জীবন যুদ্ধে গ্রাম বাংলায় শিল্প সাধনায় শিল্প ও সমাজ কে যেমন দেখেছি, একেছি তেমন নানা ভাবনার নানা ছবি যা চিত্রকলা সহ দেশ বিদেশের নানা পত্রিকায় প্রদর্শিত।

২০১৪ সালে মুসুর ডালে বিদ্রোহী কবি কাজীনজরুল ইসলাম, ২০১৫ সালে একটি সরেষ দানায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এক চিমটে মাটিতে সাইবাবা ও মহতণ্টাগান্ধি, দেসালাই কাঠি দিয়ে এক ইঞ্চ যিশুখ্রিষ্ট। যা আলোড়নের মাধ্যমে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে । শিল্পির সঙ্গে মডেল ও অভিনয় নিয়ে এগিয়ে যেতে সামনে পেয়েছি ওম স্বস্তি ফিল্মস পরিচালক শ্রীদাস ও অভিনেতা অভিষেক দত্ত কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

একান্ত সাক্ষাৎকার

রুপা নন্দী

প্রশ্ন- তোমার নাম ও জন্মস্থান কোথায়?

উ: আমার নাম রূপা নন্দী তপাদার, আমি থাকি কলকাতায় কেষ্টপুরে

প্রশ্ন- ছোটবেলা থেকে কি ভালো লাগে?

উ: ছোটবেলা থেকে আমার অভিনয়ের প্রতি খুব আগ্রহ তার সাথে একটু বই পড়তে ভালো লাগে।

প্রশ্ন- কোন জিনিসের প্রতি তোমার বেশি আকর্ষণ?

উ: আমার বেশি আকর্ষণ অভিনয়ের প্রতি তার সাথে মডেলিং

প্রশ্ন- কোন জিনিসের প্রতি তোমার বেশি আকর্ষণ?

উ: আমার বেশি আকর্ষণ অভিনয়ের প্রতি তার সাথে মডেলিং

প্রশ্ন - বর্তমানে তুমি কি কর?

উ: বর্তমানে আমি অভিনয়ের সাথে যুক্ত ও ফটোশুট ও করি।

প্রশ্ন- ভবিষ্যতে কি করার পরিকল্পনা আছে?

উ: আমি ভবিষ্যতে একজন ভালো অভিনেত্রী হতে চাই।ভালো ভালো কাজ করে সকলের মনে জায়গা করতে চাই।

প্রশ্ন- ভবিষ্যতে কি করার পরিকল্পনা আছে?

উ: আমি ভবিষ্যতে একজন ভালো অভিনেত্রী হতে চাই। ভালো ভালো কাজ করে সকলের মনে জায়গা করতে চাই।

প্রশ্ন- কি কি কাজ করেছো?

উ: আমি বেশি কিছু টেলিফিল্ম করেছি, বাংলা মিউজিক অ্যালবাম ,
তা ছাড়া ম্যাগজিক শুট।

প্রশ্ন- নতুনদের তুমি কি বার্তা দিতে চাইছ?

উ: হাল না ছেড়ে সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়া, নতুন হয়ে নতুনদের সঙ্গে চলা

সিনেমা ও সাহিত্য
E-mail - cinemashahitto@gmail.com

অন্যদের কথা

শপিজেনের বাংলা বই" শক্তি রুপেন" উদ্বোধনী অনুষ্ঠান,,,,,৯ই এপ্রিল, ২০২৪

কলকাতা প্রেসক্লাবে হয়ে গেল।বইটি র ভীষণ দরকার বর্তমান পরিস্থিতি তে অভিভাবক দের।

মূল বিষয় হল,,,মানব জাতির বিরুদ্ধে।

মানব পাচার, অর্থাৎ চামড়া পাচারের স্বল্প পরিচিত মন্দের উপর ভিত্তি করে একটি ডার্ক থ্রিলার, শক্তিরূপেন লঞ্চ হল। ;বইটা লিখেছেন কৌশিক দাস , প্রচ্ছদ সৌরভ মিত্র ,,অলংকরন অদিতি দাস।এদিন

ডেভিলস ল্যায়ারের মুক্তির পর, হিট বাংলা স্পোর্টস থ্রিলার `শয়তানের মা'-এর ইংরেজি অনুবাদ। কাল্পনিক বইটি 2000 সালের প্রথম দিকের ক্রিকেট ম্যাচ-ফিক্সিং কাহিনীর উপর ভিত্তি করে, লেখক: কৌশিক দাস। অনুবাদকঃ অরিন্দম বসু বইটি র আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল।অনুষ্ঠানে অতিথী বর্গ বরণ অনুষ্ঠান ছিল মনে রাখার মত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বেঙ্গল রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক এবং প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সম্বরন ব্যানার্জি। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক এবং বিশিষ্ট লেখক রুপক সাহা এবং প্রখ্যাত অ্যান্টি-ট্রাফিকিং কর্মী, মিসেস পল্লবী ঘোষ। মানব পাচারের ভয়াবহতার কথা বলেন পল্লবী। এই অনুষ্ঠানে উপরী পাওনা ছিলো লেখক ও সমাজসেবী পল্লবীর সমাজের মানুষ মানুষের শোষনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। সত্যি বলতে কপর একজন পাঠিকা বললেন বই হাতে পেয়ে সারারাত জেগে পাঠ শেষ করেন ভোরে র আলো ফুটে উঠছে।জীবন জীবনের কথা বলে সুতরাং সাংবাদিক এর কলম মানুষের মনের মধ্যে বিরাজ করে এখানে ই লেখকের প্রাপ্তি।

ক্রিয়েটিভ পিক্সসেলের নিবেদনে তৈরী রাজকুমার পালের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি "গলু" এবার দেশ বিদেশ পাড়ি দেবে

গলু একটি শিশুর সাথে পোষ্যর একটি ভালোবাসার গল্প. যা মানুষের প্রতি পোষ্যর ভালোবাসা আমাদের যান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ করে এই সমাজকে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা।

বারাসাতের নারায়ণ স্কুল সহ বারাসতের বিভিন্ন অঞ্চলে "গলুর" শুটিং হয়েছে। কল্যাণ সেন বরাটের সুরে এই ছোট্ট ছবিতে রজনীকান্ত সেন ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের লেখায় গান গেয়েছেন হৃদিস্রোতা মণ্ডল, উদিতা মাল, শীর্ষা দে এবং মিতা সেন। ছবিতে আবহ সৃষ্টি করছেন কৌস্তভ সেন বরাট। ছবিতে রানু গুহ এর একটি কবিতা অন্য মাত্রা পেয়েছে।

অভিনয় করেছেন পলাশ অধিকারী,বেবী,রাখি, দেবাশীষ মল্লিক চৌধুরী, সাহানা ব্যানার্জী, ও গৌতম সরকার সহ আরো অনেকে,এবং গলুর চরিত্রে পরমিত, ও সহপাঠী বন্ধুর চরিত্রে অদ্রিজা ।

মৈনাক মুখার্জীর ক্যামেরায়,সুকান্ত শিলের শিল্প নির্দেশনায় এবং অনির্বাণ মজুমদারের সম্পাদনায় ছোট্ট ছবিটি দেশ বিদেশের বিভিন্ন চলচিত্র উৎসবে অংশ নিতে নিতে চলেছে বলে জানিয়েছেন পরিচালক রাজকুমার পাল।

অন্যদের কথা

শান্তিনিকেতনের অনুকরণে বসন্ত উৎসব।

নিজস্বসংবাদদাতা সম্পা :" উত্তর পল্লী স্পোর্টিং ক্লাবে" এবছর এলাকাবাসিদের পদযাত্রার মাধ্যমে বসন্ত উৎসব পালন করলো। নৃত্য পরিবেশন করে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রঙে রাঙিয়ে দিল সবাইকে।ঠিক যেন এক টুকরো শান্তিনিকেতন। দোল উৎসবে সামিল হয়েছিলেন এলাকার বহু মানুষ।নানা বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে বসন্ত উৎসব অন্য মাত্রায় পৌঁছল। হলুদ, লাল, রঙিন শাড়িতে সেজে উঠেছিলেন মেয়েরা, আর পাঞ্জাবীতে ছেলেরা সবার মন এক সুরে গইছে।

"বাতাসে বহিছে প্রেম,নয়নে লাগিলো নেশা,কারা যে ডাকিলো পিছে,বসন্ত এসে গেছে"। প্রত্যেকেই একে অপরকে আবির মাখিয়ে দেন। পথচলতি মানুষও রঙের উৎসবের আলিঙ্গন থেকে বাদ পড়েননি। তাঁদের সঙ্গেও চলে আবির বিনিময়। শুরু করেন উত্তরপল্লী স্পোর্টিং ক্লাব থেকে বটতলা বাজার হয়ে গাঙ্গুলিপাড়া হয়ে আবার শেষ করেন উত্তর পল্লী স্পোর্টিং ক্লাবে।

গানের তালে পাল্লা দিয়ে চলে নাচ। মেয়েরা থালায় বিভিন্ন রঙের আবির সাজিয়ে সকলকে মাখিয়ে দিচ্ছিলেন।এলাকার সকলে মিলে এমন একটি উৎসবে সামিল হতে পেরে খুবই আনন্দিত। উপস্থিত ছিলেন "উত্তরপল্লী স্পোর্টিং ক্লাব"-এর সমস্ত সদস্যরা, সমস্ত এলাকাবাসীরা এবং পৌরমাতা এবং পৌরপিতারা ও বসন্ত উৎসবে সামিল হন।

সব মিলিয়ে উৎসব ও আবেগের রঙে ভেসে গেল আগরপাড়া উত্তরপল্লী বাসিন্দারা।

১০১ জন শিল্পীদের চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনী।

নিজস্ব সংবাদদাতা সম্পা :কালার্স ল্যান্ড আর্ট অ্যাকাডেমি"-এর পরিচালনায় ICCR এ চলছে "Miniature 101" চিত্র প্রদর্শনী।শুরু হয়েছে ২৭ শে মার্চ থেকে চলেছে ৩০ শে মার্চ অব্দি। এটা শুধু একটা চিত্র প্রদর্শনী ছিলো না, ছিলো দর্শকদের চোখ এবং মন ভরে তোলার জন্য সুন্দর শিল্পকর্ম। গুণী শিল্পীদের চিত্র এবং ভাস্কর্য সংগ্রহ করে নিজের বাড়ি, হোটেল বা দোকানকে সাজিয়ে তুলতে পারা যায় আরো অপূর্বভাবে।১০১ জন শিল্পী তাদের শিল্প দক্ষতা ফুটিয়ে তুলেছে বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে। প্রত্যেক শিল্পীর দুটো করে ছবি ছিলো এই প্রদর্শনীতে। বিভিন্ন গুণী শিল্পীদের ভাস্কর্য এবং চিত্র ছিলো এবং "কালার্স ল্যান্ড আর্ট" অ্যাকাডেমি-এর ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি ও প্রদর্শিত হয়েছিলো । এই প্রদর্শনীতে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০০০ টাকার ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।কালার্স ল্যান্ড আর্ট " বিভিন্ন সময় ইভেন্টস করেন "রবীন্দ্র পুরুস্কার" এবং "Miniature 101" তাদের মধ্যে অন্যতম।"কালার্স ল্যান্ড আর্ট " সংগঠনের সম্পাদক বরুন সাহা বলেন, এখানে অনেক অনামি শিল্পী রয়েছে যাদের ছবি অনেক ভালো এই ছবি গুলো যদি একটু নামি শিল্পীর আঁকা ছবি হতো অনেক মূল্য বেড়ে যেত। এই অনামি শিল্পীদের ছবি যদি কেউ সংগ্রহ করেন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আগামী দিনে এই শিল্পীরা অনেক বড় হবে,নাম করবে।এদের ছবি যারা সংগ্রহ করবেন তাঁরা লাভবান হবেন ।এই প্রদর্শনীতে ছবির যা মূল্য রাখা হয়েছে প্রতিটি মানুষের সাধের মধ্যে সাধ্যে তা মাথায় রেখেই করা হয়েছে।শিল্পীবরুন সাহা আরো বলেন,যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের অন্তত এই ছবিগুলো দেখা উচিত ভালো চোখ তৈরি হবে, বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি তাদের তৈরি হবে তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব উপকৃত হবে। শিল্পী বরুন সাহা আরো বলেন,সমস্ত জায়গা থেকে শিল্পীরা আসে তাদেরকে আমি বলি একা একা কাজ করলে হবে না, প্রত্যেকে একত্রিতভাবে কাজ করলে নিজের পরিচয় পাওয়া যায় এবং নিজের পরিচয় দেওয়া যায় কারণ শিল্প হচ্ছে আমাদের পরিচয়। শিল্পীদের শিল্প যদি না পরিবেশন করতে পারে, না দেখাতে পারে তাহলে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। প্রতিটি শিল্পী যদি মূল্যায়ন পেতে চায় তাহলে তাদের ছবি প্রদর্শিত করতে হবে মানুষকে দেখাতে হবে তখন তাঁরা আরো বেশি পরিসরে পরিচয় পাবেন ।শিল্পী বরুন সাহা সকল শিল্পী কে আহব্বান করছেন যোগ দেওয়ার জন্য।

"কালার্স ল্যান্ড আর্ট " আগামী দিনের লক্ষ্য হলো চিত্র এবং ভাস্কর্য নিয়ে আরো বেশি প্রদর্শনী করতে চান।পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে তারা প্রদর্শনী পৌঁছে দিতে চায়। শিল্পী বরুন সাহা বলেন কোন অর্গানাইজেশন প্রদর্শনীর জন্য আমাদের আমন্ত্রণ দিলে আমরা অবিলম্বে শিল্পীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবো।

অন্যদের কথা

"নৃত্যম ওড়িষী ডান্স সেন্টার"নবম তম "বসন্ত উৎসব" পালন করলো।নিজস্ব সংবাদদাতা সম্পা :এদিন নিউটাউন বাসিরা ভিন্ন রূপে বসন্ত উৎসব দেখলো। নিউটনের চলন্ত রাস্তায় দীর্ঘসময় যাবত নৃত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে এক অভিনব বসন্ত উৎসব পালন করলো "নৃত্যম ওড়িষী ডান্স সেন্টার"।যেখানে বসন্ত উৎসবে সকাল সকাল ক্ষুদে থেকে বড় সবাই সামিল হয়েছেন, আবিরের রঙে রাঙিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে নৃত্য উপস্থাপন করেছেন।কখন বাজছে " ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল " আবার কখন বা " ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' অবিরাম নৃত্য উপস্থাপন এবং আবিরে রাঙিয়ে এইভাবে ও যে সকলের সাথে হোলি উৎযাপন করা যায় দেখালো "নৃত্যম ওড়িষী ডান্স সেন্টার"। নিউটাউন বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ডিএল এফ হয়ে ইডেনশপ, এনকেডিএ মার্কেট হয়ে নিউটাউন বাস স্ট্যান্ড অব্দি নৃত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব উদযাপন করেন।ত তিনমাস রিহার্সালের মাধ্যমে ,১০ টি বাছাই করা রবীন্দ্রসংগীতের তালে নৃত্য প্রদর্শন করেছে। এত উৎসাহ মাঝরাতে উঠে ক্ষুদে সহ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা রঙিন শাড়িতে সাজিয়ে তুলেছেন নিজেদের কে।
পরিচালনা করেছেন "নৃত্যম ওড়িষী ডান্স সেন্টার"-এর কর্ণধার নীলাদ্যুতি চৌধুরী এবং ভাবনায় লিপি চৌধুরী। উপস্থাপনা করেছেন নীলাদ্যুতি চৌধুরী এবং তাঁর অ্যাকাডেমির ছাত্র -ছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন একাডেমি ছাত্রীসহ তাদের অভিভাবক অভিভাবিকারা সহ আরো অনেকে এই ভিন্ন স্বাদের বসন্ত উৎসবে সামিল হয়েছেন। অ্যাকাডেমি কর্ণধার নীলাদ্যুতি চৌধুরী বলেন সুস্থ চেতনা সমস্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া উদ্দেশ্য। আমাদের সংস্কৃতির এত বৈচিত্র,এত রং সেই রঙটাকে আজকের আমরা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।চেষ্টা করি পরবর্তী প্রজন্মের সবাই যাতে এটার রসদ আস্বাদন করতে পারে এটাই আমাদের মূল মন্ত্র যেটা আমরা সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আজকে আমরা জাগাতে চাইছি।

ভয়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ওরা ও পারে রক্ত দিতে ,নতুন প্রজন্মের হাত ধরে রক্তদান শিবির।নিজস্ব সংবাদদাতা সম্পা :শোভাবাজার গোপীনাথ রাজবাড়ি "বাবলু স্যার কোচিং সেন্টার" ২৫ তম বর্ষের রক্তদান শিবির করলো।৫০ জনের ওপর ছাত্র-ছাত্রীরা রক্তদান করেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে প্রথম রক্তদান করলো। যারা সূচ দেখলেও ভয় পায় মনের জোর নিয়ে রক্তদান করার মত মহৎ কাজ করছে,অনুপ্রেরণা দিয়েছে বাবলু স্যার এবং অর্পিতা ম্যাডাম। পড়াশোনার পাশাপাশি কিভাবে সামাজিক কাজ করতে হয় এবং মানুষের পাশে থাকতে হয় স্যার এবং ম্যামের কাছ থেকে শিখতে পেরে ছাত্র-ছাত্রীরা গর্বিত। রক্তদানের মতো মহৎ কাজের উদ্যোগ নিয়েছেন বাবলু স্যার এবং অর্পিতা ম্যাম। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিটি কেবিলের কর্ণধার তিনকারি দত্ত ,শ্রীরাম ডায়গনিক সেন্টারের কর্ণধার সঞ্জীব আচার্য, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত ব্যানার্জি,হাটখোলা ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা ডি.আসিস, সমাজসেবী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী, অলোকনা সিকদার, আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।বাবলু স্যার এবং অর্পিতা ম্যাম মানবিকতা বোধ ও বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে সারাবছর বিভিন্ন সমাজ মূলক কর্মসূচি করে থাকেন। বিগত ৩০ বছর ধরে "বাবলু স্যার কোচিং সেন্টার" দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক দেওয়া, পথ শিশুদের দেখাশোনা, তাদের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, শীতবস্ত্র,কম্বল প্রদান, বৃদ্ধাশ্রমে মায়েদের হাতে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেয়। এছাড়াও সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ট্রপিকাল হাসপাতালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করার মতো মহৎ কাজ করেন।বাবলু স্যার বলেন,বর্তমান প্রজন্মকে সমাজকল্যাণমুখী করতে তাদের মধ্যে মানবিক বোধ জাগ্রত করতে আমাদের মত শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে কিশলয়রা ভবিষ্যতের মহিরুহের রূপ ধারণ করবে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পঠন-পাঠনে শিক্ষিত করার পাশাপাশি মানবিকভাবে ও শিক্ষিত করতে পারি তবে আমাদের জীবন সার্থক।রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিটি কেবিলের কর্ণধার তিনকারি দত্ত মহাশয়,শ্রীরাম ডায়গনিক সেন্টারের কর্ণধার সঞ্জীব আচার্য, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত ব্যানার্জি,হাটখোলা ব্লাড ব্যাংকের অধিকর্তা ডি,আসিস, সমাজসেবী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী, অলোকনা সিকদার, আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

কবিতা

"আঁকড়ে বাঁচে"

অরবিন্দ সরকার
আন্তর্জাতিক স্বভাব কবি
বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ।

মানুষ স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচে অতীত রোমন্থনে,
কি ছিলো -- কি হলো হিসাবে আঙ্গুল গোনে।
বংশের গৌরবময় অধ্যায়
জীবন নির্বাহের আয় ব্যয়
যোগ বিয়োগে অঙ্ক মেলেনা,মেটে ধারঋণে।

পরগাছা জড়িয়ে বাঁচে, মহীরূহে মূল বিহনে,
খাদ্য বাসস্থান সব মেটে-- ঘরজামাই যতনে,
হিসেবের চাবিকাঠি নাই
রসদে হরিহর আত্মা ভাই
হিসেবে গড়মিল জেনে, চাষ ছেড়েছে বেনে।

সৃষ্টির বিধাতা সৃষ্টিকর্তা বীজ বপন খুশিমনে,
করেকর্মে খাওয়ার বিধি, লিখেছেন বিধানে,
ঘুষ কাটমানির রায়
বিনা পুঁজিতে আয়
সৃষ্টি অনাসৃষ্টিতে শ্রীবাঘ বন ছেড়ে উন্নয়নে।

নববর্ষ

অভিজিৎ দত্ত

নতুন বছর দিচ্ছে ডাক
সব অন্ধকার মুছে যাক
নববর্ষের নতুন আলোকে
সব কালিমা যাক ঘুচে।

নববর্ষে করবো শপথ
পরিবেশ রক্ষায় আমরা
সব হবো তৎপর।
নতুন, নতুন গাছ লাগাবো
পরিবেশকে সুন্দর করবো।

নববর্ষে করবো শপথ
নিজেরা ভালো করে তৈরি হয়ে
দেশসেবায় হবো তৎপর।

নববর্ষ দিচ্ছে ডাক
মানুষের মধ্যে সব ভেদাভেদ
দ্রুত ঘুচে যাক।
নববর্ষ দিচ্ছে ডাক
শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাক।

নববর্ষে করবো শপথ
স্বাধীনতাসংগ্রামীদের স্বপ্নগুলো
সফল করতে হবো তৎপর।

সিনেমা ও সাহিত্য
E-mail - cinemashahitto@gmail.com

কবিতা

কবিতার নাম - হারানো পথ ,
কলমে-✍️ অভিষেক দত্ত.

পথ হারিয়ে মনের ভুলে হারিয়েছ তুমি অনেক দূরে ,
তাই লিখছি তোমায় মনের চিঠি বেদনার সুরে ||
তোমার খোঁজে সে খুঁজে বেড়ায় রাতের শেষের আলো ,
হারিয়েছো তুমি অনেক দিন ,হয়তো আছো কোথাও ভালো |
মন মাঝি আজ প্রেমের টানে দার টেনেছে ওদিক পানে,
ওই দেখা যায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তুমি মনের টানে।
দূর থেকে আজ দেখবো তোমায় নেব না আর খোঁজ..|
তোমার চেনা মন পাখিটা বহুদিন হলো নিখোঁজ...||
জাত ভুলেছে, ঘর ভুলেছে , ভুলেছে চেনা মুখ ,
আঘাত পেয়ে সেও আজ খুজেছে তার সুখ..||
ডাকলে তুমি বারংবার পুরনো কোন নামে ,
ঋণের মাশুল গুনেছে সে চোখের জলের দামে....|
পুরনো সেই রাগ অভিমান ভাসিয়েছে সে আজ জলের ধারে ,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে তাই ঘর ভেসেছে নদীর পারে ||
ভালোবাসার ওই দাড়িপাল্লায় হারিয়েছো যাকে তুমি রোজ,
মাথা তুলে দাড়িয়ে সে আজ, হার-জিতের রাখে না আর খোঁজ||
বেপরোয়া হয়েছে সে আজ, মানে না আর প্রেমের বাঁধন.
মন খুলে সে বাঁচতে জানে,তাই টেননা আর কোন বারণ ||
মিথ্যের এই বড় পাহাড় ভাঙবে সময় আমিও জানি..
সময়ের এই মায়াজালে জড়াবে তুমি এটাও মানি !!

সিনেমা ও সাহিত্য
E-mail - cinemashahitto@gmail.com

ছোট গল্প

"গণেশ উল্টিয়ে দে"

রম্যরচনা
অরবিন্দ সরকার
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ভোম্বল দাস শিক্ষিত বেকার। শহরতলীতে বাস করে। জীবন যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিশ্রুতির বন্যায় চপ বেগুনি তেলে ভাজার দোকান খুলেছে ঢপে।
কলেজে পড়াশোনা করার সময় রমার সঙ্গে তার ভাব ভালোবাসা। প্রেম করতেও তো পয়সা দরকার। ফুচকা খাওয়ানোর শখ কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। ভালোবাসা এভাবেই আশায় গড়াগড়ি খায়। বেকার জীবন বলে তো ভালোবাসা বেকার থাকবে না। ভালোবাসার মিলন বিয়ে,এটা পাকা চাকুরীর বন্দোবস্ত। সুখে দুঃখে তারা পরস্পর সঙ্গী। রমা ও ভোম্বল তারা জীবন সঙ্গী হলো।
রমা দেখে দেবদেবতাদের ভুঁড়ি বাড়ে, সৌন্দর্য বাড়ে, তাঁদের দুর্ভিক্ষ নাই। তাই রমা প্রতিদিন চান করে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বেলে মন্ত্রপাঠে বলে, হে মা! এবার উল্টিয়ে দাও। মানুষ স্বর্গে যাক আর দেবতারা মর্ত্যে নামুক।
ভোম্বলের কানে এলো রমার কথাগুলো। ভোম্বল বললো - রমা ওরা আরও ভিখারি! দেখো না ওরা ভিখারীর বেশে এখানে এসে লাইন লাগায়। বছরের প্রথম দিন থেকেই শুরু। প্রথমেই গনেশ এসে নাড়ু খেয়ে দোকানে দোকানে তাঁর আলমারিতে স্থান । আর যাবার নাম নেই স্বর্গে। পরের পেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বানানো।
আমি দোকান করলাম দোকানে ভীড় খুব। তেলে ভাজা বিক্রি খুব কিন্তু ধার বাকিতে গনেশ উল্টে যাওয়ার অবস্থা। সবাই জল নিয়ে আসে বোতলে।চপ খেয়ে জল খায়। ওই জলে যে যাদু থাকে জানতাম না। পরে জানলাম মদ। মদ নগদে কিনতে হয়। আর মদ খেয়ে এখানে মাতলামি? দাম তো দেবেই না আবার গনেশকে উল্টিয়ে দেবার শাসানি। রাস্তার দোকান বেকার, গরীবের সংসার চালানোর জায়গা। বড়ো বড়ো দোকানে ধার বাকী নেই।সব নগদের কারবার। যতো জুলুমবাজী এই রাস্তায়। এবার সত্যিই ঢপ উল্টে চপের গনেশ পাল্টি খাবে।অন্যব্যবস্থা দেখতে হবে আমায়। এবার বিনা পুঁজিতে দেবতাদের মতো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নামতে হবে। জল খেয়ে তো বাঁচা যাবে না। সরকারের গণেশ প্রতিশ্রুতি দেয়,পালন করে না। আগে নিজের গর্ত পূরণ ক'রে সেখানে স্বর্গের অপ্সরী এনে বাঈজী নাচানো। টাকা পয়সা লুটে বাণ্ডিল বাণ্ডিলে ভারী টাকা,খাটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে গড়াগড়ি খায়। ধরা পড়লে তার মালিকানা নাই। কেউ বলেনা টাকাটা তার। টাকা সত্যিই উড়ে বেড়ায়! আর বেকারেরা উঁকি মেরে দেখে টাকার পাহাড়।
রমা তুমি লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে নাম লেখাও। ওখানে টাকা ডাবল হয়। খানিকটা অভাব হয়তো দুর হবে।
রমা - আমি রাত বিরোতে পিঠে বানাতে যেতে পারবো না। যারা ক্লাসের গোবর গণেশ,সে এখন পাঠশালার পণ্ডিত। পাড়ার টিপছাপ দেওয়া হাবল কাকা সে এখন শিক্ষা মন্ত্রী। পাঁচ বছর মন্ত্রী থেকে সারাজীবন লাখ লাখ টাকা পেনশন। হ্যাগা তুমি তো হাবল কাকার মতোও হতে পারলে না?
ভোম্বল - ওগুলো শিক্ষিতদের জন্য নয়। যারা টিপছাপ দিতে জানে তাদের জন্য। দেখো না টিপছাপে ভুতুড়ে ভোট তরতর করে বাক্স বন্দী হয়? মানুষের দ্বারা গণেশ উল্টানোর ক্ষমতা নাই। বরং তুমি তুলসী তলায় এই প্রার্থনা করো যেনো নতুন শুভ বছরে গনেশ উল্টে পাল্টে বিদায় হয়।

নববর্ষ

শ্রীমন্তী ভান্ডারী

আজকে রবিবার । এমনিতে ছুটির দিন, তাতে আবার নববর্ষ।
পয়লা বৈশাখ। ছোট্ট হিয়ার মনে আনন্দ আর ধরেনা। ঘুম থেকে উঠে তার মনে যেন আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। পয়লা বৈশাখে, নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন জামা পরতে হয়।
কালকেই মা অফিস থেকে ফেরার পথে তার জন্য একটা নতুন জামা কিনে এনেছে।
সন্ধ্যেবেলা সেই জামা দেখে হিয়ার খুব, খুউব ভাল লেগেছে।
হাল্কা গোলাপী রঙের জামার উপর সাদা লেসের নক্সা, তার উপর আবার ছোট ছোট সাদা মুক্তোর মতো পুঁতি বসানো।তার চারপাশে সোনালী জরির হাল্কা কাজ। হিয়ার জামাটা দেখে তখনই ইচ্ছে করল পরতে। কিন্তু মায়ের ধমকে সে নিরস্ত হল।
হিয়ার মা সোনালী দেবী বললেন, কালকে স্নান করে পরবি। আজ নববর্ষ, বাংলা বছরের প্রথম দিন। আজকে হিয়াদের বাড়িতে কত ভাল, ভাল রান্না হবে । মা, ঠাম্মা দুজনে মিলে রান্না করবে।
মা কালকে তাকে সন্ধ্যেবেলা পড়ানোর সময় বলেছে। পোলাও,চপ ,মাংস, চাটনি,পায়েস ইত্যাদি। সন্ধ্যেবেলা তাদের পাড়ায় তাদের মতন কচি কাঁচাদের নিয়ে একটা ছোট্ট জলসা হবে। সেখানে হিয়া নাচ করবে," ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে , বহে কিংবা মৃদু বায়।"
নাচের তালিম অবশ্য সে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়েছে।মা রোজ অফিস থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলা তাকে পড়াতে বসায়।পড়ানো হয়ে গেলে,
তারপর রোজ, প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পনেরো মিনিট ধরে তাকে তিনি নাচ প্র্যাকটিস করাচ্ছেন ।
আসলে তার মাও তো ছোটবেলায় নাচ শিখেছে।
তারপর হিয়ার ছুটি। আজকে সন্ধ্যেবেলা হিয়ার পাড়ার বন্ধু রুমি, তিন্নি, রনি, বুবাই, বাপ্পা, অর্ক সবাই আসবে জলসায় নতুন জামা পরে। তারাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। কেউ করবে নাচ, কেউ গাইবে গান, কেউ বা আবৃত্তি করবে।
সবকিছু মিলিয়ে হিয়ার পয়লা বৈশাখ একেবারে জমজমাট।

সিনেমা ও সাহিত্য ম্যাগাজিন আয়োজিত প্রথম কবিতা উৎসব ২০২৪ প্রথম এই কবিতা উৎসবে ১০ জন কবি সাহিত্যিক তাদের নিয়ে এই কবিতা উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল, এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী এবং ওম স্বস্তি ফিল্মস এর সিইও শ্রী দাস, অংশুমান চক্রবর্তীর কথায় উঠে এলো কোন ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজ কখনো এরকম ধরনের কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে অনুষ্ঠান বা উৎসব করেনি এই প্রথম কলকাতায় ১০ জন কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে যে কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো তার জন্য সংস্থার সকলকে ধন্যবাদ জানাই। তারা যেন এরকম ধরনের অনুষ্ঠান ভবিষ্যতেও করতে থাকে।

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী রুপা নন্দীর হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দিচ্ছেন

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী রুপা নন্দীর হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দিচ্ছেন

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী সংগীতশিল্পী ও কবি সহেলী মুখার্জির হাতে স্মারক মানপত্র তুলে দিলেন

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী সংগীতশিল্পী ও কবি নন্দা দাশগুপ্ত হাতে স্মারক মানপত্র তুলে দিলেন

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী সংগীতশিল্পী ও কবি স্বপন কুমার রায় হাতে স্মারক মানপত্র তুলে দিলেন

কবি ও সাহিত্যিক অংশুমান চক্রবর্তী সংগীতশিল্পী ও কবি নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হাতে স্মারক মানপত্র তুলে দিলেন

২০২৪ ও এস এফ আয়োজিত বাংলা ওয়াল ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা পেস্ট ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা বধিসত্ত্ব মজুমদার ও অভিক ভট্টাচার্য , সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই দিন অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট।

২০২৪ ও এস এফ আয়োজিত বাংলা টেবিল ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা পেস্ট ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা বধিসত্ত্ব মজুমদার ও অভিক ভট্টাচার্য , সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই দিন অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট।

ওম স্বস্তি ফিল্মস" এক ঝাঁক নতুন মুখদের নিয়ে শুটিং শুরু করলো।
"ওম স্বস্তি ফিল্মস" প্রযোজিত ও শ্রী দাস পরিচালিত বাংলা টেলিফিল্ম "মোহ " এর শুটিং শুরু হল উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়দহসহ বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই শুটিং-এ এক ঝাঁক নতুন মুখ দেখা যাবে এবং তাদের প্রত্যেককেই বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে।
অভিনয় করছেন অভিনেতা মানিক সিংহ, রূপা নন্দী, রৌনক মজুমদার , সুজয় ,তুহিন, চন্দন দিন্দা, উষা মন্ডল এবং শুভজিৎ বোস। চিত্রগ্রহণ -অমিত মুখার্জি ,সম্পাদনা- বিশাল বিশ্বাস , মেকআপ- তারা।পরিচালক জানালেন চলচ্চিত্র জগত ও ফ্যাশন দুনিয়াতে বাস্তবে যা ঘটছে তাই তুলে ধরেছেন। পরিচালক খুব শিগগিরই ছবিটি টেলিভিশনের পর্দায় মুক্তি পাবে বলে জানালেন

নবম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১২ ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তিথি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা বোধিসত্ত্ব মজুমদার ও অভিক ভট্টাচার্য এছাড়া অনশিলা উপস্থিত ছিলেন সংস্থার আধিকারিক শ্রীদাস ও চলচ্চিত্র উৎসব এর সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস, , দেশ ও বিদেশের ছবি জমা পড়ে ৯০ টি ছবির মধ্যে ৩৩ টি ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া হয় বিশেষ ক্যাটাগরি অনুযায়ী এই সম্মান পান ,চলচ্চিত্র পরিচালক ,সম্পাদক ,অভিনেতা ,অভিনেত্রী চিত্রগ্রাহক, সংগীত পরিচালক ,সঙ্গীতশিল্পীরা

দাম্পত্য জীবন একে অপর এর সাথে দীর্ঘ দিন কাটানোর পরেও তাদের যদি কোন সন্তান না হয় যাদের হয় না একমাত্র তারাই জানে বা সে মা বাবা জানে কত কষ্ট কত বেদনা যেমন ঘরের যন্ত্রণা এমন বাইরের যন্ত্রণা সত্যি খুব বেদনাদায়ক তেমনি এক বাবা মা হারা এক মেয়ের কাহিনী ঘরে শাশুড়ি পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সকলেরই মুখে একই বক্তব্য তুমি একটি বাজা মেয়ে কোন নারীর এই কথা ভালো লাগে বাকি কথা ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত ও শ্রীদাস পরিচালিত বাংলা টেলি ছবি ""বাজা"" কাহিনী-চিত্রনাট্য সংলাপ ,শ্রীদাস চিত্রগ্রহণ -অমিত মুখার্জী ,সম্পাদনা -বিশাল বিশ্বাস ,সংগীত -প্রতিক কর্মকার ,সহকারী পরিচালক -প্রলয় সেনগুপ্ত ,মেকআপ-সমিত সুপু- অভিনয়ে মানিক সিংহ, - বিজলী দি, রূপা নন্দী ,সুজয় পান্ডে, চন্দন দিন্দা, তুহিন পাত্র । এই টেলিফিল্মটি খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে টেলিভিশনের পর্দায় জানলেন পরিচালক শ্রীদাস

সম্প্রতি শ্রী দাস পরিচালিত বাংলা টেলিফিল্ম "ভাঙ্গন"-এর শুটিং হলো।"ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত" এবং শিখা দাস নিবেদিত।
কাহিনী -চিত্রনাট্য- সংলাপ ও পরিচালনায় -শ্রী দাস
সহকারি পরিচালক- প্রলয় সেনগুপ্ত।চিত্রগ্রহণ - অমিত মুখার্জি।সম্পাদনা- বিশাল বিশ্বাস। রূপসজ্জা ও কেশবিন্যাস -সুমিত সুপু।সংগীত - প্রতীক কর্মকার।প্রোডাকশন- সুজয় পান্ডে।
পরিচালক শ্রী দাস বলেন, আমরা ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ভাঙ্গন দেখতে পাই, এখানে আমরা দেখিয়েছি স্বামী -স্ত্রীর দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সংসার, শুধুমাত্র বাচ্চা না হওয়ার জন্য সংসার ভাঙ্গা শুরু হয়, নিজের বাবা-মা কে হারায়।কাহিনীর মোর ঘুরে যায় এত সমস্যার মধ্যেও ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া ছেলেটা কিভাবে নতুন ভাবে নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।
চাইলে সমস্যা কে জয় করে সুস্থ্য জীবনে ফিরে আসা যায় এই টেলিফিল্মে সেটাই দেখাবার চেষ্টা করেছি।
অভিনয়ে ছিলেন মানিক সিংহ, পিয়াংকা দে ,প্রিয়াঙ্ক বর্মন, নবাগতা মৌ ,রুপা নন্দী ,চন্দন দিন্দা, তুহিন পাত্র ,ঊষা ও মাধব।

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত ও শ্রী দাস এর পরিচালনায় এবং প্রতিক কর্মকারের লেখা ও সুরে কন্ঠে প্রতীক ও রিমলি বাংলা নতুন মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম" দু চোখে " চিত্রগ্রহণে সভ্যসাচী , এবং সম্পাদনা বিশাল বিশ্বাস রূপসজ্জায় সুমিত সুপু অভিনয়ে তুহিন ও মৌ।
খুব শিগগিরই জনপ্রিয় বেশ কিছু জায়গায় এই গানটি মুক্তি পেতে চলেছে

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত ও শ্রী দাস এর পরিচালনায় এবং প্রতিক কর্মকারের লেখা ও সুরে প্রতীক ও রিমলি কন্ঠে বাংলা নতুন মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম" ভালোবাসা দেশে" চিত্রগ্রহণে সভ্যসাচী এবং সম্পাদনা বিশাল বিশ্বাস রূপসজ্জায় সুমিত সুপু অভিনয়ে চন্দন ও মৌ।
খুব শিগগিরই জনপ্রিয় বেশ কিছু জায়গায় এই গানটি মুক্তি পেতে চলেছে

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত ও শ্রী দাস এর পরিচালনায় এবং প্রতিক কর্মকারের লেখা ও সুরে প্রতীক ও বিদিশার কন্ঠে বাংলা নতুন মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম " নতুন জীবন" চিত্রগ্রহণে সভ্যসাচী এবং রূপসজ্জায় সুমিত সুপু , সম্পাদনা বিশাল বিশ্বাস কনসেপ্ট অভিষেক দত্ত অভিনয়ে রুপা ও অভিষেক।
খুব শিগগিরই জনপ্রিয় বেশ কিছু জায়গায় এই গানটি মুক্তি পেতে চলেছে

মডেল- তুহিন পাত্র
পোশাক - শান্তর শামিয়ানা
ফটোগ্রাফার- সুরজিৎ

মডেল- চন্দন এবং ঊষা
পোশাক - শান্তর শামিয়ানা
ফটোগ্রাফার- সুরজিৎ

মডেল- সৌমিলি
পোশাক - শান্তর শামিয়ানা
ফটোগ্রাফার- সুরজিৎ

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত
রুপা নন্দী নিবেদিত
শ্রী দাস পরিচালিত
নতুন জীবন
Enjoy Life
কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় শ্রী দাস চিত্রগ্রহণ - সব্যসাচী বর্দ্ধন সম্পাদনা - বিশাল বিশ্বাস সংগীত - প্রতিক কর্মকার ও বিদিশা
রূপসজ্জা - সুমিত সুপু লেখা ও সুর - প্রতিক কর্মকার
অভিনয়ে
রুপা ও অভিষেক।

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত
শিখা দাস নিবেদিত
শ্রী দাস পরিচালিত
দু চোখে
কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় শ্রী দাস
চিত্রগ্রহণ - সব্যসাচী বর্দ্ধন সম্পাদনা - বিশাল বিশ্বাস
সংগীত - প্রতিক কর্মকার ও বিদিশা রূপসজ্জা -
সুমিত সুপু লেখা ও সুর - প্রতিক কর্মকার
অভিনয়ে
তুহিন ও মৌ।

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত
শিখা দাস নিবেদিত
শ্রী দাস পরিচালিত
ভালোবাসার দেশে
কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় শ্রী দাস
চিত্রগ্রহণ - সব্যসাচী বর্দ্ধন সম্পাদনা - বিশাল বিশ্বাস
সংগীত - প্রতিক কর্মকার ও বিদিশা রূপসজ্জা -
সুমিত সুপু লেখা ও সুর - প্রতিক কর্মকার
অভিনয়ে
চন্দন ও মৌ।

Publisher :Sukla Ganguly, Published from Dasnagar, Howrah and Printed form Mantradnp

Owner: Sree DAS (Raju) ,Sub- Editor :Bishal Biswas,N/92, Ekdil Sha Road, Barasat, Kolkata- 7000125, Contact No. : 8013183765 / 9674933641 l Email :- cinemasahitto@gmail.com

VISIT:- www.fsflmagazine.in